২৫-১১-১৭ প্রাতঃ মুরলী ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা – তোমাদের এই আধ্যাত্মিক যাত্রা অত্যন্ত গুপ্ত, যেটা তোমাদেরকে বুদ্ধিযোগের দ্বারা করে যেতে হবে। এর দ্বারা-ই উপার্জন হবে।"

প্রশ্ন:- যেসব বাচ্চারা স্মরণের যাত্রা করে, তাদের লক্ষণ কেমন হবে?

উত্তর:- ১- তারা অনেক পরিণত ঐকান্তিক (serious) এবং বিচারবুদ্ধি সম্পন্ন হবে। তাদের চিত্ত সর্বদা শান্ত থাকবে। ২- তাদের মধ্যে অশুদ্ধ অহংকার থাকবে না। ৩- কেবল বাবার স্মরণ ছাড়া অন্য কোনো কথাবার্তা তাদের ভালো লাগবে না। ৪- তারা খুব কম এবং ধীরে বলবে। তারা সব কাজ ইশারায় করবে। জোরে জোরে কথা বলবে না অথবা হাসবে না। ৫- তাদের চাল-চলন অত্যন্ত রাজকীয় হবে। তাদের মধ্যে নেশা থাকবে যে, আমার হলাম ঈশ্বরীয় সন্তান। ৬- নিজেদের মধ্যে অনেক ভালোবাসার সাথে থাকবে। কখনো খিটপিট করবে না। তাদের কথাবার্তা অত্যন্ত ফার্স্টক্লাস হবে।

গীত:- রাতের পথিক ক্লান্ত হয়ো না....

ওম্ শান্তি। বাচ্চারা জানে যে আমরা হলাম রাতের পথিক। কিন্তু তার মানে এটা নয় যে আমরা কেবল রাতের বেলাতেই বুদ্ধিযোগ যুক্ত করি কিংবা আমরা রাত্রিবেলা যাত্রা করি। না, এটা তো অসীমের (বেহদের) বিষয়। ওরা কেবল দিনের বেলাতেই শারীরিক যাত্রা করে, রাত্রে করে না। রাত্রি বেলায় তো সবাই ঘুমায় । এই যাত্রাকে কেবল তোমরা জানো আর বাবা জানেন অর্থাৎ নিরাকার পরমপিতা জানেন এবং নিরাকারী আত্মারা জানে। পরমপিতা পরমাত্মা এখন শরীরের মধ্যে বসে এই যাত্রা শেখাচ্ছেন। এটা কখনো কেউ কোনো শাস্ত্রতেও শোনেনি এবং কোনও বিদ্বান-পন্ডিতের পক্ষেও এটা শেখানো সম্ভব নয়। এই যাত্রা রাত্রিবেলায়, অমৃতবেলায়, যেকোনো সময়ে করা যায়। ভক্তরা ভোরবেলায় উঠে ছোট কুঠরীতে বসে যায়, পূজা করে। তোমাদেরকেও বলা হয় যে ভোরবেলাতে স্মরণের যাত্রা ভালো হবে। এটা হল আধ্যাত্মিক যাত্রা। বাচ্চারা দেহী-অভিমানী হয়েছে। আমি আত্মা - এইটা নিশ্চয় করা মুখের কথা নয়। প্রতি মুহূর্তে ভুলে যায়। অনেক বাচ্চা আছে যারা এই যাত্রাকে জানেই না। বুদ্ধিতে ধারণ হয় না। একবার যাত্রা করতে আরম্ভ করলে, প্রতিদিনই যাত্রা করবে। যাত্রা করার সময়ে তো কেউ থেমে যায় না। থেমে গেলে বুঝতে হবে তার যাত্রাতে আগ্রহ নেই। এটা হল তোমাদের গুপ্ত যাত্রা, কোনো শাস্ত্রতে এর বর্ণনা নেই। যাত্রাতে যত বুদ্ধিযোগ লেগে থাকবে, অর্থাৎ বাবাকে স্মরণ করতে থাকবে, তত উপার্জন হবে। বাবার কাছে পৌঁছনোর জন্য বুদ্ধিযোগের প্রতিযোগিতা হয়। এরজন্য আত্ম-অভিমানী হতে হবে। অর্ধেক কল্প ধরে তোমরা দেহ-অভিমানী ছিলে। অর্ধেক কল্পের এই অভ্যাস তোমাদেরকে এক জন্মে মেটাতে হবে বা সমাপ্ত করতে হবে। এটা কোনো ঐরকম শাস্ত্র শোনার সৎসঙ্গ নয়। তোমরা এখানে বসে নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করে বাবাকে স্মরণ কর। এরপর বাবার মতামত অনুসারে চলতে হবে, যে মত বাবা ব্রহ্মাবাবার দ্বারা দিয়ে থাকেন। চালচলনও ভাল রাখতে হবে। কোনো শয়তানি চালচলন যেন না থাকে। এর মধ্যে অশুদ্ধ অহংকার হল এক নম্বর - এটা থেকেই অন্য সব বিকার এসে যায়। তাই নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করতে হবে - এটা অভ্যাস করা খুব পরিশ্রম সাপেক্ষ। অনেকের দ্বারা-ই এই পরিশ্রম হয় না। কেন? কারণ তার ভাগ্যে নেই। যারা এই যাত্রা করে তাদের লক্ষণ কেমন হবে? ওরা খুব

গম্ভীর এবং বিচারবুদ্ধি সম্পন্ন হয়। কেবল বাবার স্মরণ ছাড়া অন্য কোনো কথাবার্তা তাদের ভালো লাগে না। অনেক লোক-ই শান্তি পছন্দ করে। সন্ন্যাসীরাও জঙ্গলের মধ্যে একান্তে বসবাস করে। কিন্তু ওরা তত্ব বা ব্রহ্মকে স্মরণ করে। ওটা তো ভুলভাল যাত্রা, কারণ ব্রহ্ম কিংবা তত্ব তো সর্বশক্তিমান বাবা নয়। কেবল নিরাকার পরমপিতা পরমাত্মা শিব হলেন সকল আত্মার পিতা। আত্মা কখনো এইরকম বলে না যে, হে ব্রহ্ম বাবা, হে তত্ব বাবা...। না। আত্মা সর্বদা বলে - হে পরমপিতা পরমাত্মা। তাঁর তো একটা নাম থাকা দরকার। ব্রহ্ম হল মহাতত্ব, থাকার জায়গা। বাবা বলেন, ব্রহ্মজ্ঞানী কিংবা ব্রহ্মযোগী বললে ভুল বলা হয়। কেউ হয়তো বলে দিয়েছে, আর সেটাই মেনে নিয়েছে। ভক্তিমার্গে সবাই ভুল রাস্তা বলে। তাই দেহী-অভিমানী হওয়া সম্ভব নয়। আত্মা এবং পরমাত্মা অভিন্ন বলে দিয়েছে - তাহলে কার সাথে যোগ লাগাবে? বাবা বলেন, এইগুলো সব মিথ্যা জ্ঞান, অর্থাৎ কোনো জ্ঞান-ই নয়। জ্ঞান এবং ভক্তি দুটো আলাদা শব্দ। অর্ধেক কল্প ধরে জ্ঞান এবং অর্ধেক কল্প ধরে ভক্তি প্রচলিত থাকে। বাবা এসে বোঝাচ্ছেন, এইসব শাস্ত্রতে কেবল ভক্তির বর্ণনা রয়েছে। জ্ঞান আলাদা বিষয়, সত্য এবং ত্রেতাযুগে অর্ধেক কল্প হল জ্ঞান এবং অর্ধেক কল্প হল ভক্তি, অর্থাৎ দ্বাপর-কলিযুগ রাত্রি। এত সহজ কথাগুলোও বিদ্বান আচার্যরা জানে না। একটুও শক্তি অবশিষ্ট নেই। তোমরা বল যে, পরমপিতা পরমাত্মা আমাদেরকে শিক্ষা দেন। দুনিয়ার মানুষ তাঁকে সর্বব্যাপী বলে দিয়েছে। তাহলে তিনি পড়াবেন কিভাবে? অনেক পরিশ্রম করতে হয়। একজন কন্যা চিঠিতে লিখেছে - একজন শেঠ তাকে প্রশ্ন করেছে যে, তুমি কি শাস্ত্র পড়েছ? সেই কন্যা তখন উত্তর দিয়েছে যে, পরমাত্মা আমাদেরকে শাস্ত্রের সারকথা বুঝিয়েছেন। আমাদের অন্য কোনো গুরু নেই। তখন ওই ব্যক্তি তার মতামত বলতে শুরু করল যে, শাস্ত্র অবশ্যই পড়া উচিত, এইসব করা উচিত...। ওই কন্যাও চুপ করে সেইসব কথা শুনল। কিন্তু বড় বড় ব্যক্তিদেরকে বোঝানোর জন্য সাহস দরকার। বলতে হবে যে এটাই ঠিক। বেদ, শাস্ত্র ইত্যাদি পড়তে হবে কিন্তু ভগবানুবাচ হল - এইসব পড়লে কারোর আমার সাথে মিলন হয় না, মুক্তি-জীবনমুক্তি পায় না। প্রথমে এই কথাটা বোঝাতে হবে যে, পরমপিতা পরমাত্মার সাথে আপনার কি সম্বন্ধ? হয়তো আপনি একজন মেয়র, কিন্তু আপনাকে কেবল এই একটা প্রশ্ন করছি। দেখতে হবে যে, সে কি উত্তর দেয়। কারণ বাবাকে তো সবাই ভুলে গেছে। তাই আগে পরিচয় দিতে হবে। কিন্তু বাচ্চারা এইসব কথা ভুলে যায়। শ্রীমৎ অনুসারে চলে না। প্রথম শ্রীমৎ হল- আমাকে স্মরণ কর। এক-ঘন্টা আধ-ঘন্টা হলেও অবশ্যই স্মরণ কর। কোনো কোনো বাচ্চা তো সারাদিনে ৫ মিনিটও স্মরণ করে না। সেটা তাদের লক্ষণ দেখেই বোঝা যায়। স্মরণ করলে চালচলন অতি রাজকীয় হওয়া উচিত। বাচ্চারা কখনো রাজাদেরকে দেখেনি। কিন্তু বাবার এই রথ তো অনেক অভিজ্ঞ। সবাইকে চেনেন। কোনো গয়না নেওয়ার জন্য মহারাজা আসত। কেবল হাত দিয়ে গয়না পছন্দ করে চলে যেত। তারপর তার সেক্রেটারি প্রয়োজনীয় কথাবার্তা বলত। তাদের অনেকরকম প্রোটোকল থাকত। তোমরা হলে গুপ্ত, কিন্তু চালচলন অতি রাজকীয় হতে হবে। খুব অল্প কথা বলতে হবে। কেন? কারণ আমাদেরকে এখন টকি (সবাক্ জগৎ) থেকে সূক্ষ্মতে এবং সূক্ষ্ম থেকে মূলবতনে যেতে হবে। ভক্তিমার্গে খুব জোরে জোরে চিৎকার করে, গান গায়। এখানে তোমাদেরকে একেবারে আওয়াজ করতে হবে না। অন্তরে এই জ্ঞান রয়েছে যে আমি হলাম আত্মা, এখানে আর কয়েকটা দিন থাকতে হবে। এখন ফিরতে হবে। শিববাবা কত কম বলেন। কেবল ইশারা দেন যে, আমাকে এবং উত্তরাধিকারকে স্মরণ কর। মন্দ বোলোনা, মন্দ দেখোনা...। অনেক সেন্টারে ভাল ভাল বি.কে.-রা এত জোরে জোরে হাসে আর কথা বলে যে কি বলব! বাবা বোঝাতে থাকেন। এখানে তোমাদের মধ্যে অনেক ভালোবাসা থাকতে হবে। সত্যযুগে তো বাঘে গরুতে এক ঘাটে জল খায়। এখানেও অনেক ভালোবাসা থাকা

উচিত। আমরা হলাম ঈশ্বরীয় সন্তান, তাই চালচলন খুব রাজকীয় হতে হবে। আমরা পরমপিতা পরমাত্মার সন্তান। আমরা শ্রীমৎ অনুসারে চলে বেহদের উত্তরাধিকার নিচ্ছি। শ্রীমৎ অনুসারে না চললে অনেক ডিস-সার্ভিস করে ফেলে। তাই অনেক সময় লেগে যায়। বাণী খুব ফার্স্টক্লাস হতে হবে। স্কুলে বাচ্চাদের মধ্যে বিভিন্ন ক্রম থাকে। কেউ হয়তো খুব ভালো পড়াশুনা করে, আবার কেউ থার্ড ক্লাস হয়। গরিব বাচ্চাদের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে ভালোবাসা থাকে। যদি ৫০ জন গরিব আসে, তাহলে হয়তো একজন ধনী আসবে। কেন? কারণ বাবা হলেন দীননাথ। মাম্মাও গরিব ছিলেন। কিন্তু বাবার থেকেও আগে চলে গেছেন। তিনি লিফ্ট পেয়ে গেছেন। বাবা এনার মধ্যে প্রবেশ করেছেন - এটাও একটা লিফ্ট। বাচ্চাদেরকে দেহী-অভিমানী হতে হবে। তার সাথে চালচলনও শিখতে হবে। তবেই খুশির পারদ চড়বে। বাবা বলেন, তোমাদেরকে সর্বগুণসম্পন্ন, ১৬ কলা সম্পূর্ণ, সম্পূর্ণ নির্বিকারী পবিত্র আত্মা হতে হবে। যখন এনার কাছে আসো, তখন শিববাবাকে স্মরণ করে যাও। তোমাদের শিববাবাকে স্মরণ করতে হবে। এ তো গাঁয়ের ছেলে ছিল। এটা হল অনাথ এবং দুঃখদায়ী ছোকরাদের দুনিয়া। 'ছো কিরে' (সিন্ধি শব্দ) কথার অর্থ হল - 'কেন অধঃপতিত হয়েছ?' মায়া অধঃপতিত করে দিয়েছে। বাবা বলেন, তোমরা ভারতবাসীরা তো স্বর্গের মালিক ছিলে। তাহলে অধঃপতন হল কিভাবে? কারণ আমাকে অর্থাৎ বাবাকে ভুলে গিয়েছিলে। এখন আমাকে স্মরণ করলে ওপরে উঠবে। মুখ্য বিষয় হল স্মরণ করা, জ্ঞানের কথা শোনা এবং শোনানো। সেবা করতে হবে। মাম্মাও সেবা করতেন। বাবা তো খুব বেশি যেতে পারবেন না। যদি বাচ্চারা রোজগার করে, তাহলে তারাও সার্ভিস করার দলে হয়ে গেল । বাবাকে তো এক জায়গায় থাকতে হবে। সবাইকে এখানে এসে রিফ্রেশ হতে হবে। যারা এখানে মধুবনে আসে, সাগরসম বাবা তাদেরকে অনেক পয়েন্ট (জ্ঞানের বিষয়) বলেন। তফাৎ তো আছেই, তাই না? হয়তো সেন্টারে ভালো ভালো বাচ্চারা রয়েছে, তাহলেও এখানে আসতে হবে। বাবা ভালোভাবে বোঝান। অনেক ভালো ভালো বাচ্চারাও নিজেদের মধ্যে খিটপিট করে। তাহলে তারা অন্যকে কি শেখাবে? নিজেদের মধ্যে কথা-ই বলে না, কত বদনাম করে দেয়। তাই বাবা মুরলিতে বলছেন যাতে বাচ্চাদের চোখ খোলে। কিন্তু অনেক ব্রাহ্মণীদের মধ্যে মিল মিশে হয় না, কথাবার্তাও বলে না। এটা অনেক বড় লক্ষ্য। বাবা বলেন, আমি তোমাদেরকে বিশ্বের মালিক বানানোর জন্য এসেছি। কিন্তু কোনো অস্ত্র-শস্ত্রের দরকার নেই। কিছু খরচও করতে হবে না। কেবল বাবাকে স্মরণ কর আর দিব্যগুণ ধারণ কর। নিজেদের মধ্যে খুব মিষ্টিভাবে কথা বল। সবাইকে জ্ঞানের কথা শোনাও। এটাই হল তোমাদের পেশা। এইসব চিত্রগুলোর সাহায্যে গীতার রহস্য বোঝাতে হবে। ওরা ভক্তিমার্গের গান গায় - হে পতিত-পাবন, তুমি এসো, এসে আমাদেরকে পবিত্র কর। গীতার ভগবান এসে পবিত্র বানিয়েছেন। তোমরা জানো যে গীতার ভগবান পুনরায় আমাদেরকে নর থেকে নারায়ণ এবং মানুষ থেকে দেবতা বানাচ্ছেন। কিন্তু দেখতে হবে যে নিজের মধ্যে কি সেইরকম গুণ আছে? কারোর কারোর ক্ষেত্রে তো মিথ্যা যেন নম্বর ওয়ান ধর্ম। তোমরা বাচ্চারা কখনো কাউকে দুঃখ দিও না। যে অন্যকে দুঃখ দেয়, সে পশুর থেকেও অধম। মুখে অন্যরকম কথা বলে, অথচ নিজেদের মধ্যে খিটমিট করতে থাকে। এভাবে অনেক ডিস-সার্ভিস করে। একে মায়ার গ্রহণ বলা হয়। কারোর ওপরে গ্রহের দশা থাকলে, সে গ্লানি করতে শুরু করে। কারোর ওপরে সামান্য সময় গ্রহের দশা থাকে, আবার কারোর ক্ষেত্রে অন্তিম পর্যন্ত থেকে যায়। বাচ্চাদেরকে সেবাতে নিযুক্ত থাকতে হবে। বাবা, আমি সেবা না করে থাকতে পারি না, আমাকে কোথাও একটা পাঠাও। যে সেবা করতেই জানে না, তাকে তো বাবা অনুমতি দেবেন না। দেখবেন যে, এই বাচ্চার কি সেবা করার শখ আছে? বাবাকে বলে - বাবা, আমার অমুক সেবার প্রতি শখ আছে। তখন বাবা তাকে পাঠিয়ে দেন। সার্ভিস না করলে কিভাবে পদপ্রাপ্তি হবে? তোমাদের সেবা হল- মানুষ

থেকে দেবতা বানানো। এটাই জিজ্ঞেস করতে হবে যে, পরমপিতা পরমাত্মার সাথে আপনার কি সম্বন্ধ? বাবা কুরুক্ষেত্রের বাচ্চাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, বড় বড় বোর্ড লাগিয়ে দাও। মেলাতেও এইরকম পোস্টার অবশ্যই লাগাও। তাহলেই সবাই চিন্তন করবে যে, এরা তো ঠিক কথা-ই জিজ্ঞেস করছে, এইগুলো তো খুব ভালো বিষয়। ওখানে তো পান্ডারা মাথা খারাপ করে দেয়। দেখা গেছে - তীর্থস্থানে বেশি সেবা হয় না। অনেকে হয়তো বুঝতে পারে, কিন্তু তারপর তারা বলে যে আমরা যদি এইসব বোঝাতে থাকি তাহলে আমাদের ব্যবসা লাটে উঠবে, আমাদের এতজন ফলোয়ার্স বলবে যে আমরা বি.কে.দের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছি। এক্ষেত্রে অনেক বোধবুদ্ধি এবং দূরদৃষ্টি সম্পন্ন হতে হবে। এইসব শিববাবার উদারতা, তাঁর শ্রীমৎ অনুসারে চলতে হবে। অনেকের মধ্যে অহংকার এসে যায় যে আমার মতো আর কেউ নেই। কোনো কোনো বুদ্ধু তো এটাও ভাবে যে এই ব্রহ্মা আর কি জানে? আমরা যেমন শিক্ষার্থী, সেইরকম ব্রহ্মাও একজন শিক্ষার্থী। কোনো কোনো ক্ষেত্রে আমরা দ্রুতগামী আর কোনো কোনো ক্ষেত্রে হয়তো ব্রহ্মা দ্রুতগামী। আরে, মাম্মা-বাবা তো নিশ্চয়ই সবথেকে দ্রুতগামী হবেন, তাই না? আমরা কেন তাদের বিরোধিতা করব? অনেকের মধ্যেই অহংকার চলে আসে। বাবা বলেন - হে রাতের পথিক, তুমি ক্লান্ত হয়েও না। বাঁদরের মত স্বভাব ত্যাগ কর। নাহলে শাস্তি খেতে হবে। দৈবীগুণ ধারণ কর। কাউকে এমন কোনো ভুল পরামর্শ দেওয়া উচিত নয় যাতে তার বুদ্ধিযোগ ছিন্ন হয়ে যায়। যারা পরচর্চা করে, তারা উল্টোপাল্টা পরামর্শ দেয়। এটাও শাস্ত্রে আছে। রাম হল একজন, বাকি সবাই সীতা। বাচ্চাদের চালচলন খুব দৈবী হতে হবে। আচ্ছা! রুহানী বাচ্চাদেরকে নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) সত্য বাবা আমাদেরকে সত্য বানানোর জন্য এসেছেন। তাই কখনো মিথ্যা কথা বলা উচিত নয়। সর্বদা সাচ্চা হয়ে থাকতে হবে। কাউকে দুঃখ দেওয়া উচিত নয়।

২) মুখ দিয়ে জ্ঞানের কথা বলতে হবে। বাণী খুব ফার্স্টক্লাস হতে হবে। কাউকে উল্টোপাল্টা পরামর্শ দিয়ে এর কথা ওকে, তার কথা একে - এই রকম করবে না ।

বরদান:- কল্যাণকারী যুগে নিজের এবং সকলের কল্যাণ করে প্রকৃতিজিৎ এবং মায়াজিৎ হও।

এই কল্যাণকারী যুগে কল্যাণকারী বাবার সাথে সাথে তোমরা বাচ্চারাও হলে কল্যাণকারী। তোমারা চ্যালেঞ্জ কর যে আমরা হলাম বিশ্ব পরিবর্তক। দুনিয়ার মানুষ তো কেবল বিনাশ দেখতে পায়, তাই তারা এটাকে অকল্যাণের সময় ভাবে। কিন্তু তোমাদের সামনে বিনাশের সাথে সাথে স্থাপনও স্পষ্ট এবং তোমাদের মনে এই শুভ ভাবনা রয়েছে যে সকলের কল্যাণ হোক। কেবল মনুষ্যাত্মা-ই নয়, প্রকৃতিরও কল্যাণ করতে সমর্থ আত্মাকেই প্রকৃতিজিৎ, মায়াজিৎ বলা হয়। তার জন্য প্রকৃতি সুখদায়ী হয়ে যায়।

স্লোগান:- যারা নির্লিপ্ত অথচ প্রিয় হয়ে কর্ম করে, তারা-ই ফুলস্টপ লাগাতে পারে।